দোহাজারী-কক্সবাজার রেললাইন
দেশের পর্যটন খাতে নতুন যুগের সূচনা

এম জসীম উদ্দিন

কক্সবাজারের সঙ্গে রেল যোগাযোগ, যা একসময় স্বপ্ন ছিল অবশেষে পূরণের পথে। কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে নির্মিত হচ্ছে দেশের একমাত্র আইকনিক রেল স্টেশন। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে নির্মিত রেলওয়ে স্টেশনটি দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করবে। দোহাজারী থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত ১০০ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প ২০১০ সালের ৬ জুলাই একনেকে অনুমোদন পায়। ২০১১ সালের ৩ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দোহাজারী-রামু-কক্সবাজার এবং রামু-ঘুমধুম পর্যন্ত মিটারগেজ রেলপথ নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২০১৬ সালের ২৭ এপ্রিল প্রকল্পটি 'ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। আগস্ট ২০১৭ সালে এর নির্মাণ শুরু হয়। ২৯ একর জমির ওপর নির্মিত হচ্ছে এ রেল স্টেশন। এর আকৃতি ঝিনুকের মতো, যা সমুদ্র সৈকতের প্রতীককে উপস্থাপন করে। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ২০২২ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত। পরে এক দফা বাড়িয়ে প্রকল্পের মেয়াদ করা হয় ২০২৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে ১৮ হাজার ৩৪ কোটি ৪৮ লাখ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদ বাড়লেও ব্যয় বাড়েনি। প্রকল্প ব্যয়ের মধ্যে ৬,০৩৪ কোটি টাকা অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে পূরণ করা হচ্ছে এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ১২,০০০ কোটি টাকা ঋণ দিচ্ছে।

ইতোমধ্যে দেশের প্রথম আইকনিক রেলওয়ে স্টেশনের মূল ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। মুক্তা দিয়ে ঝিনুকের আকৃতির ছয় তলা ভবনের কাজ শেষ হওয়ার পর এখন চলছে অন্যান্য প্রস্তুতি। সমুদ্রের মধ্যে এটাই হবে প্রথম রেলওয়ে স্টেশন যা ভবনের চারপাশে গ্লাস, স্টিল ক্যানোপি, এয়ার কন্ডিশনার, ফায়ার ফাইটিং, স্যানিটারি এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য ব্যবহার করা হবে। সদর উপজেলার চান্দের পাড়া গ্রামে পর্যটকদের অপেক্ষায় তৈরি হতে যাচ্ছে দক্ষিণমুখী ছয়তলা ভবন। মূল রেলস্টেশন ভবনের পূর্ব পাশে একটি পথচারী সেতু ও প্লাটফর্ম নির্মাণের কাজ চলছে। একই সঙ্গে স্টেশন ভবনের পশ্চিম পাশে ২০টি পাঁচতলা ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম-দোহাজারী-কক্সবাজার-গুনদুম (সিডিসিজি) ট্রেন রুটের নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে। সিডিসিজি রেল রুটের প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের নির্মাণ কাজ ৯০% সম্পন্ন হয়েছে, এবং বাকি ১০% ২০২৩ সালের জুনের মধ্যে শেষ হবে। দোহাজারী-কক্সবাজার রেললাইন নির্মাণ শেষে কক্সবাজারের সঙ্গে পুরো জাতি রেল যোগাযোগের আওতায় আসবে। এছাড়া রেলপথটি উপকূলীয় জেলায় মাছ, রাবার কাঁচামাল, লবণ এবং অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য পরিবহণ সহজ করবে।

প্রকল্প কর্মকর্তারা জানান, দোহাজারী থেকে কক্সবাজারের রেলওয়ে প্রকল্পটিতে নয়টি স্টেশন বিল্ডিং, প্ল্যাটফর্ম এবং শেড সহ মোট ১০০ কিলোমিটার সিঙ্গেল লাইন ও ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণ করা হচ্ছে। এই রেললাইনে ৩৯টি বড় সেতু ও ২৪২টি কালভার্ট থাকবে। এছাড়া হাতি চলাচলের জন্য আন্ডারপাস ও ওভারপাস নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে নয়টি নতুন রেলস্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে সেগুলো হলো সাতকানিয়া, লোহাগাড়া, চকরিয়া, ডুলাহাজারা, ঈদগাঁও, রামু, কক্সবাজার সদর, উখিয়া ও ঘুমধুম। রেলপথটি চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের মধ্যে দ্রুত ও নির্বিঘ্নে ট্রেন চলাচল নিশ্চিতের মাধ্যমে এই অঞ্চলকে ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ের সাথে সংযুক্ত করবে। এতে আধুনিক কম্পিউটার-ভিত্তিক ইন্টারলক সিগন্যাল এবং ডিজিটাল টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম থাকবে। বাংলাদেশ সরকার চট্টগ্রামের দোহাজারী থেকে বান্দরবানের ঘুমধুম পর্যন্ত রেল ট্র্যাকটি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করেছে। ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কটি প্রস্তাবিত ঘুমধুম রেলওয়ে স্টেশনের সাথে সংযুক্ত হওয়ার কথা ছিল। কক্সবাজারের পর্যটন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার

প্রস্তাবিত রামু রেলওয়ে স্টেশন থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত আরেকটি রেলওয়ে ট্র্যাক নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে। ঘুমধুম পর্যন্ত বর্ধিত নতুন রেললাইন এবং কক্সবাজারে প্রস্তাবিত রেলওয়ে স্টেশন একই সঙ্গে নির্মাণ করা হচ্ছে। রেলপথটি নির্মিত হলে মিয়ানমার, চীনসহ ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ের করিডোরে যুক্ত হবে বাংলাদেশ। পর্যটনের কারণে কক্সবাজার এবং বাংলাদেশের বাকি অংশের মধ্যে যাতায়াতের জন্য এটি হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টার্মিনাল।

প্রথম পর্যায়ে দোহাজারী থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত নির্মাণ করা হবে ১০০ কিলোমিটার রেলপথ। দ্বিতীয় পর্যায়ে রামু থেকে মিয়ানমারের কাছে ঘুমধুম পর্যন্ত ২৮.৭২৫ কিলোমিটার নতুন সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মিত হবে। এতে দুটি (উখিয়া ও ঘুমধুম) নতুন স্টেশন নির্মাণ ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। এরজন্য ৩৫০ একর ভূমি অধিগ্রহণও করা হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ে সূত্র জানিয়েছে মেয়াদের এক বছর আগেই প্রকল্পের কাজ শেষ করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ২০২৩ সালের জুনের মধ্যে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে সাধারণ ট্রেনের সঙ্গে 'পর্যটন বিশেষ ট্রেন' চলবে। এ জন্য বিশেষ সুবিধাযুক্ত আধুনিক ট্রেন আনা হচ্ছে। আধুনিক কোচগুলো যুক্ত হবে এই রেলপথে। আমাদের বর্তমানে যে কোচগুলো আছে সেগুলোর জানালা ছোট, এখানে বড় জানালার আধুনিক সুবিধাসমৃদ্ধ কোচ যুক্ত করা হবে। যাতে রেলে বসে পুরো প্রকৃতি উপভোগ করা যায়। ২০২৩-২৪ সালে এসব ট্রেন ঢাকা-ভাঙ্গা, ঢাকা-যশোর রুটে যুক্ত হবে। আর ট্রেন চালু হলে পর্যটন শিল্পের পাশাপাশি আর্থ সামাজিক উন্নয়নে পাল্টে যাবে এ জনপদের জীবনযাত্রা।

ছয় তলা ভবনের নিচতলায় থাকবে টিকিট কাউন্টার, অভ্যর্থনা কক্ষ, লকার, তথ্য কেন্দ্র, মসজিদ, শিশুদের বিনোদন এলাকা, যাত্রীদের লাউঞ্জ এবং পথচারী সেতুতে প্রবেশের ব্যবস্থা। দ্বিতীয় তলায় থাকবে শপিং মল, চাইল্ড কেয়ার সেন্টার, রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি। তৃতীয় তলায় ৩৯টি কক্ষ সহ স্টার কমন হোটেল; চতুর্থ তলায় রেস্তোরাঁ, শিশু যত্ন কেন্দ্র, সম্মেলন হল ও কর্মকর্তাদের অফিস। স্টেশন ভবনের সামনে খোলা মাঠে নির্মাণ করা হচ্ছে ঝিনুক আকৃতির ফোয়ারা। এই ঝর্ণার পাশ দিয়েই স্টেশনে প্রবেশ করবে যাত্রীরা। আর ট্রেন থেকে নেমে আসা-যাওয়ার জন্য দুটি পৃথক সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। তিনটি বড় গাড়ি পার্কিং স্পেস আছে। ভবনের পূর্ব পাশে ৮০ ফুট দীর্ঘ পথচারী সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে। সংযুক্ত তিনটি পৃথক এসকেলেটর হবে. বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভবনের উত্তর পাশে ৬৫০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ১২ মিটার প্রস্থের তিনটি প্লাটফর্ম নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রতিটি প্ল্যাটফর্ম ৬৫০ মিটার দীর্ঘ এবং ১২ মিটার চওড়া। দেড়শ প্রকৌশলীসহ প্রায় দুই হাজার শ্রমিক এই প্রকল্পে দিনরাত কাজ করছেন। স্টেশনটি চালু হলে পর্যটকরা সকালে কক্সবাজার গিয়ে স্টেশনের লকারে তাদের ব্যাগ ও লাগেজ রেখে সারা দিন সমুদ্রসৈকত বা দর্শনীয় স্থান ঘুরে রাতের ট্রেনে আবার ফিরতে পারবেন নিজ গন্তব্যে। এতে পর্যটন শিল্পে নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে এবং পর্যটকদের অর্থ সাশ্রয় হবে।

কক্সবাজার বিশ্বের দীর্ঘতম অবিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক বালুময় সমুদ্র সৈকত, যা ১২০ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় পর্যটন আকর্ষণ। প্রতিদিন অসংখ্য পর্যটক এই সৈকতে আসেন। তাদের ভ্রমনকে সহজ করতে বর্তমান সরকারের আইকনিক রেল স্টেশন তৈরির পরিকল্পনা অত্যন্ত সময়োপযোগী। এর মাধ্যমে ভ্রমণ পিপাসুদের দীর্ঘদিনের প্রতিক্ষার অবসান হবে। অনন্য স্থাপত্যশৈলী আর অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা ভ্রমণ পিপাসুদের আকৃষ্ট করবে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে নির্মিত রেলওয়ে স্টেশনটি পর্যটন খাতে নতুন যুগের সূচনা করার পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির গতি সঞ্চারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ।

#

পিআইডি ফিচার